দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... ... ৩ ...

৪৯৭

শিক্ষাঙ্গনে

কারিগরি যুব প্রশিক্ষণ

বেকারত্ব যে কোন দেশের জন্য একটি অভিশাপ। বেকারত্ব মানুষকে দিন দিন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। একজন ছাত্র বা ছাত্রী লেখাপড়া শেষ করে যখন বিভিন্ন অফিস বা প্রতিষ্ঠানে ধর্না দিয়েও একটা চাকরির সংস্থান করতে পারে না, তখন তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। আমাদের দেশের অভিভাবকরা প্রয়োজনে তাদের শেষ সম্বল টুকু বিক্রী করে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। আশা, ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে ভাল চাকরি করবে এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। বাস্তবে কি তাই হয়? বিশেষ করে, আমাদের দেশে যেখানে লাখ লাখ শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে বেকার বসে আছে, সেখানে একটা চাকরি যোগাড় করা যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। কোন প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জন লোক চাওয়া হলে সেখানে দরখাস্ত পড়ে হাজারটা। চাকরির এই দুষ্পাপ্যতার দিনে আবার বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও চাওয়া হয়। দরিদ্র পিতা-মাতা ছেলে-মেদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতেই তো সব সম্বল শেষ করে দেন। এর পর আবার শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেবেন কি করে।

এ ব্যাপারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিগত সাত বছর ধরে আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে যুব মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৫ থেকে ৩০ বছরের যুবক ও মহিলাদের জন্য সেলাইসহ বিভিন্ন কাপড়ের কাজ এবং টাইপিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকে প্রতি ছ-মাস অন্তর শত শত শিক্ষত বেকার ছেলে-মেয়ে চাকরির পূর্ব যোগ্যতা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। এটা সুখের বিষয় হলেও দুঃখ একটু থেকে যায়। কারণ, এই সুযোগ শুধু শহরবাসী শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েরাই পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের পক্ষে শহরে এসে থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া সম্ভব নয়। এখানে ভর্তির ব্যাপারেও দেখা যায় তুমুল প্রতিযোগিতা। কারণ চাহিদার তুলনায় ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। কাজেই, এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, এই প্রকল্প যখন চালু করা হয় তখন প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীকে মাসিক ১৫০ টাকা করে ভাতা দেয়া হতো। পরবর্তিতে তা কমিয়ে ৬০ টাকা করা হয়। অবশ্য ৮৭'র জুলাই থেকে ১০০ টাকায় বর্ধিত করা হয়েছে। কিন্তু এই ভাতা পর্যাপ্ত নয়। দূর-দূরান্ত থেকে বেকার ছেলে-মেয়েরা প্রশিক্ষণ কেন্দের একত্রিত হয়।

এদের যাতায়াত খরচের সংকুলানের কথা ভেবে মাসিক ভাতা আরো বৃদ্ধি করা দরকার। তারপরও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেশনের সমস্যা দেখা যায়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরো সচেতন হতে হবে। তবেই তাদের প্রয়াস সার্থকতার রূপ নেবে।

—ঢালী হেলেন